দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 OCT 1988

পৃষ্ঠা 5 → 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

12

শিক্ষাঙ্গন

কামডানাট স্কুল প্রকল্প

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। তাই জাতির উন্নতির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে উপযুক্ত নাগরিক হবে, দেশের কাজে লাগবে, বিশ্বের দরবারে জাতি হিসারে গৌরবের আসনে আসীন হবে, দেশের সরকার ও জনগণের এই প্রত্যাশা বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন লোক অশিক্ষিত। এই অশিক্ষিত লোকের বহুলাংশকে কিভাবে তাদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেয়া যায় এটাই হয়ত সকলের চিন্তা। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এই শিক্ষার একমাত্র অন্তরায়। এদেশের মানুষ পড়াশুনা করে জীবিকার তাগিদে। এর, ব্যতিক্রমও আছে। যে দেশে শিক্ষার পর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অনিশ্চয়তার মুখে, সে দেশে শিক্ষার হার বাড়বে কি ভাবে? ভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে ঘুরতে হয় অফিসে অফিসে চাকরির অন্বেষায়। এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি-এর বেলায় অতিরিক্ত ব্যবহারিক জ্ঞান, টাইপ জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে একটি ক্লারিক্যাল জবের জন্য। ৮ম শ্রেণী পাস করলেও সাইকেল চালনা জানতে হয় পিওনের চাকরি করতে। কিন্তু যারা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উঠেনি তারা যাবে কোথায়? তাই বাধ্য হয়ে অনেক ছেলে শহরে এসে নিম্নমানের কাজ করে। অথচ এই বহুকষ্টে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সাথে তার কাজের মিল থাকে না। দেশের রাজধানীতে অশিক্ষিত লোকের পাশাপাশি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তবে যে শিক্ষা কর্মসংস্থানের কথা বলে না, আত্মনির্ভরশীলের কথা বলে না, সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা কতটুকু? একটি উন্নয়নশীল দেশে পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে পেশাগত বিদ্যার প্রয়োজন বেশী। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় দেশেই পেশাভিত্তিক বিদ্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে সে দেশের পেশাভিত্তিক বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরমুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসাবে সমাদৃত।

আমাদের দেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের সরকার এহেন অবস্থা অনুধাবন করে পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন কমিউনিটি স্কুল প্রকল্প চালু করেছেন। দেশের প্রায় ২শ' টি বালক ও ২শ' টি বালিকা বিদ্যালয় এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। এ প্রকল্পের অধীনে ৫টি পেশাগত বিষয়ে স্কুলত্যাগী শিশু, কিশোর, যুবক ও তাদের পিতা-মাতাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিষয়গুলো হচ্ছেঃ খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, সেলাই ও বুনন, প্রকৌশল ও কর্ম, গৃহনির্মাণ ও কৃষি। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে এসব অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা সম্ভব হবে। একটা উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের এই উদার মনোভাব ও উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি পেশাগত বিদ্যা চালু করাই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। শোনা যায়, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও ম্যানিলার সহায়তায় ঋণের মাধ্যমে এই মহৎ প্রকল্পটি চালু করতে হয়েছে। বহু টাকা খরচ করে ঐ সব সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে একটি সেমি পাকা বিল্ডিং শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের অবমূল্যায়নের জন্য প্রকল্পগুলো অর্ধমৃত অবস্থায় চলছে। সরকারী প্লান-প্রোগ্রাম মত কাগজে-পত্রে প্রকল্পগুলো ঠিকই চলেছে অথচ বাস্তবে মিল নেই। শিক্ষক আছে তো প্রশিক্ষণার্থী নেই। কোন কোন জায়গায় শিক্ষকও নেই, ছাত্রও নেই।

স্কুলগুলো ভালভাবে চলেছে, রিপোর্ট দিচ্ছেন, এরকম বহু কথা শোনা যায়। অথচ ঋণের টাকার প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য সবটাই বিঘ্নিত হচ্ছে। উক্ত স্কুলের হেড মাস্টারের মতামত নিয়ে জানলাম, প্রকল্প চললেও লাভ, না চললেও লাভ। অন্ততঃ সেমি পাকা বিল্ডিংটি পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে অনেক প্রকল্প ঋণের টাকায় চালাতে সরকার রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে। অথচ এই কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা, সহানুভুতি, অবহেলা ও সর্বোপরি অবমূল্যায়নের অভাবে প্রকল্পটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে চলেছে। এহেন অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে তদন্ত টীম পাঠিয়ে শিক্ষকদের অভাব-অনটন ও অভিযোগের কথা শুনে এর একটা সুরাহা করা দরকার। যতদূর সম্ভব জানা গেছে, শিক্ষকদের মধ্যে কেউ আই,এ, বি,এস,সি, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। এদের নির্দিষ্ট নিম্নতম একটি পে-স্কেল না থাকায় দীর্ঘদিন যাবত হতাশায় ভুগছেন।

—মোঃ আবল কালাম আজাদ খান